রাইকিশোরী



সাত ভাই লাইব্রেরী

প্রহ্লাদ



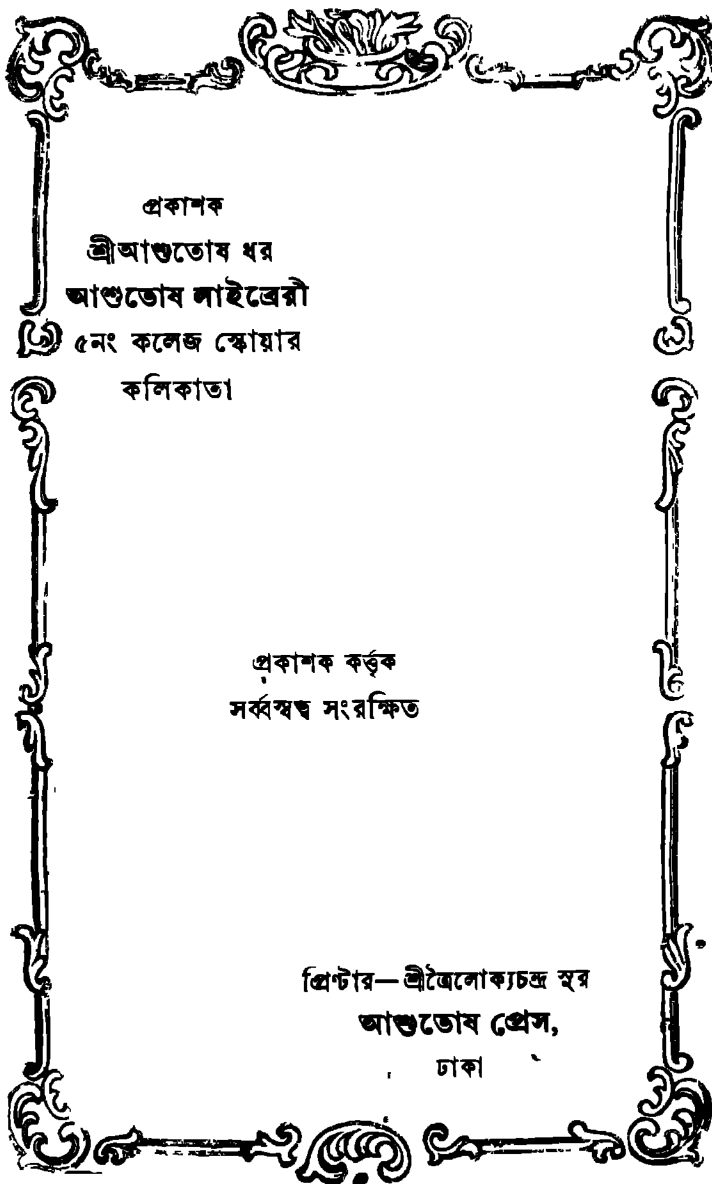
বরদাকান্ত মজুমদার

প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ

১৩৩৯

মূল্য ।০ আনা।



প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর
আশুতোষ প্রেস,
ঢাকা

উপহার পৃষ্ঠা

প্রহ্লাদ

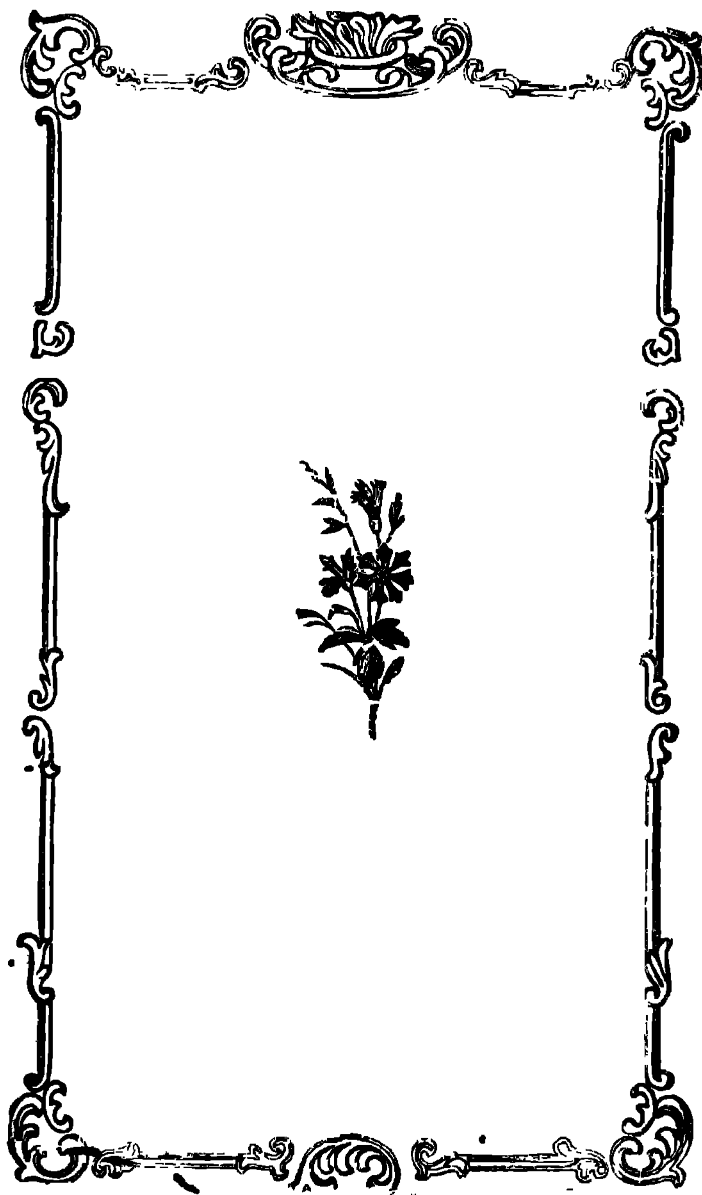
আমার

শ্রী ——————— কে

উপহার

দিলাম।

তারিখ } শ্রী ———————





প্রহ্লাদ

১

দিবারাত্রি একমনে কঠোর সাধনা করিতে পারিলে এ পৃথিবীতে যে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দুই ভাই। হিরণ্যাক্ষ বড—হিরণ্যকশিপু ছোট। তাহারা দৈত্য—ভয়ানক বলবান, অত্যন্ত খল, হিংসুক, অহঙ্কারী ও রাগী। তাহাদের ভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—তিনলোক সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত। তাহারা কখন যে কোথায় গিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার কিছুই ঠিক ছিল না,

তাই তাহাদেব নাম শুনিলেই লোকে ভযে চক্ষু বুজিত—লুকাইযা থাকিবার জন্য জাযগা খুঁজিত।

বিশেষতঃ হিবণ্যাক্ষ আবার ভযানক গোঁযার। সে যখন যাহা গোঁ ধবিত, তাহা না করিযা কিছুতেই ক্ষান্ত হইত না। তাহার চেহাবা যেমন ভযঙ্কব—শবীবে বলও তেমনি অসীম। সে নিজের বলে সর্ব্বদাই অহঙ্কারে বুক ফুলাইযা চলিত, এবং অষ্টপ্রহর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইযা, কেবল পথে ঘাটে দেশে বিদেশে ঘুরিযা ঘুরিযা—কাহাকে মারিবে, কাহাব ঘরবাড়ী বিষযসম্পত্তি কাড়িয়া লইবে—তাহার চেষ্টা করিত।

এইরূপে দুই ভাইযে মিলিযা কেবল মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ বিগ্রহ করিযা, বাহুবলে প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করার পর হইতে, ছোট ভাই হিরণ্যকশিপু কতকটা শান্ত হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি

হইতে ক্ষান্ত হইল, এবং রাজকার্য্যে মন দিল। কিন্তু বড ভাই হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের সাধ মিটিল না, সে ছোট ভাই হিরণ্যকশিপুর ঘাড়ে রাজ্যের সমস্ত ভার চাপাইয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে কেবল মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইরূপে দৈত্যরাজেরা ক্রমে ক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল তিনলোক জয় করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল। দেবতারা পর্য্যন্ত তাহাদের ভয়ে স্বর্গ-রাজ্য ছাড়িয়া—সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া পলাইয়া রহিলেন। ত্রিভুবন দৈত্যরাজদের অধীন হইল।

কিন্তু বড ভাই হিরণ্যাক্ষ মোটেই রাজকার্য্য দেখিল না, সে কেবল দিন দিন নূতন নূতন রাজ্য জিতিয়া লইয়াই নিশ্চিন্ত; আবার নূতন নূতন স্থানে গিয়া আরও নূতন নূতন রাজ্য জিতিয়া লইবার ফিকিরে

যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাজেই ছোট ভাই হিরণ্যকশিপুই হইল—ত্রিভুবনের একচ্ছত্র সম্রাট্।

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দুই ভাই-ই পরম শিব-ভক্ত—মহাশৈব। একমাত্র মহাদেব ভিন্ন তাহারা অন্য দেবতা মানিত না, এবং তাহাদের অধীন কেহ মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করিতেছে দেখিলে, তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া, সেই দণ্ডেই তাহাকে কঠোর শাস্তি দিত। সুতরাং রাজভয়ে কেহই অন্য কোন দেবদেবীর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে সাহস পাইত না। এইরূপে দৈত্যরাজের অধীন রাজ্য সকল হইতে মহাদেব ভিন্ন অন্য সকল দেবদেবীর পূজা একেবারে লোপ হইল।

বিশেষ—বিষ্ণু-পূজা। রাজভ্রাতৃদ্বয় শুনিয়াছিল যে, বিষ্ণু—ত্রি-সংসারের পালন-কর্ত্তা; তিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান্—মহাশক্তিশালী,

তাঁহার সমকক্ষ মহাবীর আর জগৎ সংসারে অন্য কেহ নাই। মহাদাম্ভিক—অত্যন্ত অহঙ্কারী বলদর্পী ভাই দু'জনের কাণে একথা যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। তাহারা ভাবিত যে, তাহাদের মত বলবান ও শক্তিশালী বীর বিশ্ব-সংসারে আর দ্বিতীয় নাই; সুতরাং বিষ্ণুর শক্তি ও ক্ষমতার কথা শুনিয়া, তাহারা মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল, এবং কেমন করিয়া সেই বিষ্ণুকে দমন করিতে পারিবে, তাহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

এই হইল বিবাদের সূত্রপাত। কিন্তু সেই বিষ্ণুর দেখা কোথায় পাইবে যে, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দমন করিবে? তখন বেশী গোঁয়ার, বেশী অহঙ্কারী বড় ভাই হিরণ্যাক্ষ প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, সে ত্রিভুবন খুঁজিয়াও বিষ্ণুকে বাহির করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবে। সেই চেষ্টায় সে রাজ্য ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তরে

বিষ্ণুর অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এদিকে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত বিষ্ণুর মন্দির ছিল, সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাঠ করিয়া ফেলিল, এবং যেখানে যত বিষ্ণু-উপাসক বৈষ্ণব ছিল, তাহাদের উপর ঘোরতর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই রাজভয়ে প্রকাশ্যে বিষ্ণুর উপাসনা ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার রহিল না। হিরণ্যকশিপু বিস্তর গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া গোপনে দেশ বিদেশে পাঠাইতে লাগিল। কেহ গোপনে বিষ্ণুর পূজা করিতেছে কি না, তাহারা গোপনে গোপনে সেই সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং যেখানে যাহাকে সেইরূপ করিতে দেখিল, তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া রাজদরবারে হাজির করিতে লাগিল। দৈত্যরাজ সেই সকল নিরীহ বৈষ্ণবগণকে যেরূপ

পৈশাচিক শাস্তি দিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সকলেই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কাজেই ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বিশাল সাম্রাজ্য হইতে বিষ্ণুপূজা এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম একেবারে লোপ হইল।

কিন্তু তবুও বিষ্ণুর দর্শন মিলিল না! এইরূপে বহুকাল কাটিয়া গেল। তখন হিরণ্যকশিপু রাজ্যপালন এবং সুখভোগে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এসব কথাও আর বড় মনে নাই, বৈষ্ণবদের শাসনও অনেকটা আল্‌গা হইয়া গিয়াছে—সেদিকে রাজারও আর বড় লক্ষ্য নাই। তিনি সুখভোগে মগ্ন। হিরণ্যাক্ষ সেই যে বিষ্ণুর অন্বেষণে কোন্ কালে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারও আর সন্ধান নাই। হিরণ্যকশিপু সে কথাও এক রকম ভুলিয়া গিয়াছে। মহাসুখে ভোগবিলাসে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর দিনগুলি একভাবেই কাটিয়া যাইতেছে।

সুযোগ পাইযা গোপনে গোপনে বৈষ্ণবধর্ম্ম আবাব একটু একটু করিযা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজার আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত তাহার মনে আছে কি না, সন্দেহ।

এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল।

২

কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। "অত্যন্ত" কথাটাই খারাপ। সংসারের এমনই নিয়ম যে, যে ব্যক্তি সহের সীমা ছাড়াইয়া যখন কোন কিছুতেই অত্যন্ত অধিক ভাবে মগ্ন হইয়া পড়ে,—তখনই তাহার পতন ঘটিযা থাকে। অত্যন্ত উঁচুতে উঠিলে পড়িযা গিযা হাত-পা ভাঙ্গে, অত্যন্ত ক্রোধ কিম্বা অত্যন্ত আনন্দে মত্ত হইলে মানুষের জ্ঞান লোপ হয, তখন তাহার বিনাশ ঘটিতে আর একটুও বিলম্ব হয় না। হিরণ্যাক্ষেরও তাহাই হইয়াছিল।

যেখানে হইতে যেমন করিযাই হউক বিষ্ণুকে খুঁজিযা বাহির করিযা বাহুবলে বধ করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিযা হিরণ্যাক্ষ সেই যে গৃহত্যাগ করিযা আসিয়াছিল, সেই অবধি আর অন্য কোনও চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় নাই। কেবল সেই একং চিন্তা, এক উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া ক্রমাগত স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের চারিদিকে তন্ন তন্ন করিযা খুঁজিযা বেড়াই-তেছিল। হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধে তাহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ হইয়াছিল। সম্ভব অসম্ভব, সুবিধা অসুবিধা, স্থান কাল, কিছুই সে গ্রাহ্য করে নাই। যখন যেখানে যাইতেছিল সেইখানেই উন্মত্তের মত বিষ্ণুকে অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতেছিল। এমন সময়ে সে সংবাদ পাইল যে, বিষ্ণু পাতালপুরে বরাহরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আর তাহাকে পায কে! সে অমনি উন্মত্তের মত মহা আক্রোশে দম্ভ করিতে করিতে পাতালপুরে চলিল।

কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল। চারিদিকে কেবল জল—অসীম, অগাধ জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে বিষ্ণু কোথায়?

সে ভাবিল যে, বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেই অগাধ সলিল-রাশির ভিতরে কোথাও না কোথাও লুকাইয়া আছেন, নচেৎ আর তো কোথাও থাকিবার স্থান নাই। এই ভাবিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, একবারও তার মনে হইল না যে, এই ধূ ধূ অগাধ জলরাশির ভিতরে বিষ্ণুর দেখা পাইলেই বা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে কেমন করিয়া? সে আর কিছুমাত্র চিন্তা বা ইতস্ততঃ না করিয়া মহাক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে হুড়মুড় করিয়া গিয়া জলে নামিল, এবং অত্যন্ত আস্ফালন করিতে করিতে নানাপ্রকার গালিবর্ষণ করিয়া বিষ্ণুকে দেখা দিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল।

তখন হঠাৎ সেই মহাজলরাশি ভয়ানক



হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে বরাহরূপী বিষ্ণুর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ

চঞ্চল হইযা উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ-দর্শন মহাকায ববাহ তাহাব ভিতব হইতে উঠিযা ভৈবব হুঙ্কাব ছাড়িযা, তাহাব দিকে অগ্রসব হইল! সে ভীষণ হুঙ্কাবে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। প্রলয নিকট ভাবিযা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালেব সমুদয প্রাণী তটস্থ হইযা পড়িল। কিন্তু হিবণ্যাক্ষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। এত দিনে তাহাব আশা মিটিযাছে—সে বিষ্ণুর দর্শন পাইযাছে, এইবারে সে তাহাব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কবিবে, বাহুবলে বিষ্ণুকে বিনাশ কবিযা ত্রিলোকেব কাছে বিষ্ণুহন্তা বলিযা পূজা পাইবে, আব তাহাকে পায কে? সে মহানন্দে ঘোবতব আস্ফালন করিযা বরাহেব উপর গিযা পড়িল।

একে মহাচঞ্চল অগাধ জলরাশি, তাহাতে স্বয়ং ববাহরূপী বিষ্ণুব সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। সহস্রগুণ বলশালী হইলেও হিরণ্যাক্ষেব কি শক্তি যে, সে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে? জয়ী হওয়া তো

দূরের কথা—হিরণ্যাক্ষ সেই জলরাশির মধ্যে আপনাকে স্থিবভাবে রাখিয়া বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতেই পারিল না। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহাব বল হ্রাস হইল, হস্ত-পদ শিথিল হইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে সে একেবাবে নিস্তেজ—মৃতপ্রায় হইয়া পডিল। তখন ভীষণ তীক্ষ্ণ দন্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষকে একেবাবে চিরিয়া বধ করিল। এত দিনে অতি দম্ভের ফল ফলিল।

হিরণ্যকশিপু রাজসভায় বসিযা গল্প-গুজব ও রঙ্গরহস্যে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ সেখানে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল,—

"মহারাজ। আপনার জ্যেষ্ঠ মহাবীর হিরণ্যাক্ষকে পাতালপুরীতে বরাহরূপী বিষ্ণু বিনাশ করিযাছেন।"

হঠাৎ সম্মুখে বজ্রপতন হইলে লোকে যত না আশ্চর্য্য হয়, এ সংবাদ শুনিয়া সভাস্থ

সকলেই তাহার অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য হইল। কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা পর্য্যন্ত বাহিব হইল না; যে যেখানে যেমন ভাবে ছিল, ঠিক তেমনি ভাবে থাকিয়া কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ কবিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। কি ঘটনা যে ঘটিযাছে, তাহাও যেন কেহ ভাল করিযা বুঝিতে পারিল না। তখন দূত আবার সভযে কহিল,—

"মহাবাজ! মহাবীর হিরণ্যাক্ষ আর এসংসারে নাই। বরাহরূপ ধরিয়া বিষ্ণু তাঁহাকে পাতালপুরীতে বধ করিয়াছেন।"

এইবারে রাজার জ্ঞান হইল, তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের যে ভাব হইল, তাহা দেখিবামাত্রই সভাস্থ সকলে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

নিবান আগুনে ফুঁ দিয়া ঘি ঢালিলে যেমন তাহা হঠাৎ মহাতেজে দপ্ করিয়া

জ্বলিযা উঠে, হিবণ্যকশিপুও তেমনি ক্ষণকাল রক্তমুখে ঠোঁট কামডাইয়া নীবব থাকিযা, পরক্ষণেই মহারোষে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। এত দিন এ সকল কথা ভুলিযা ভোগ-বিলাসে মগ্ন, হইয়াছিলেন বলিযা আপনাকে সহস্রবাব ধিক্কাব দিলেন; তাব পর জ্যেষ্ঠেব মৃত্যুতে হৃদযভেদী হাহাকাব তুলিযা শোক কবিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব বিনাশকারী সেই বিষ্ণুব বক্তে তিনি আপন হস্ত ধৌত কবিবেন, তবে তাঁহাব এ শোক দূর হইবে।

কিন্তু বিষ্ণুর দেখা পাইবেন কোথায়? মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল,—"মহারাজ, ধর্ম্মেব স্থাপন ও রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু, আপনি সর্ব্বপ্রকাব উপাযে অহোরাত্র কেবল সেই ধর্ম্মের হিংসা কবিতে থাকুন, তাহা হইলে বিষ্ণুকে এক দিন না একদিন আপনা হইতে আসিয়া দেখা দিতেই হইবে।"

তাহাই হইল। সেই হইতে হিরণ্যকশিপু আপনার সাম্রাজ্য মধ্যে চারিদিকে ঘোরতর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা আরম্ভ করিলেন। আবার হরিভক্ত বৈষ্ণবদের উপর ঘোরতর অত্যাচার চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ত্রিভুবন জুড়িয়া মহা হাহাকার উঠিল। তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনা নিষেধ হইয়া গেল। কেহ যে গোপনেও আর একটি বার হরিনাম স্মরণ করিবে, তাহার পর্য্যন্ত উপায় রহিল না। দিবারাত্রি হাহাকার-ধ্বনিতে হিরণ্যকশিপুর সাম্রাজ্য ভরিয়া উঠিল। নিরীহ বৈষ্ণবের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইতে লাগিল।

৩

এইরূপ বিধান করিয়াও হিরণ্যকশিপু স্থির হইতে পারিলেন না। বিষ্ণুর দেখা পাইলে তিনি তাঁহাকে বধ করিয়া ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতি-শোধ লইবেন বটে, কিন্তু বিষ্ণু তো—অমর।

তিনি নিজে অমর হইতে না পারিলে, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইবেন কেমন করিয়া? তখন হিরণ্যকশিপু স্থির করিলেন যে, অগ্রে তপস্যা করিয়া অমর হইবেন, তারপর বিষ্ণুর উপর ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবেন।

যেমন ভাবনা—তেমন কাজ! তিনি তখনই উপযুক্ত মন্ত্রিগণের হস্তে রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিজে তপস্যা করিতে গমন করিলেন।

হিরণ্যকশিপু যতই দুর্দ্দান্ত হউক না কেন, তাহার একটা মহৎ গুণ ছিল, তাহা—ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা। তিনি যখন যে কার্য্য কবিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিতান্ত একাগ্রভাবে সমস্ত মন প্রাণ লাগাইয়া ঐকান্তিক চেষ্টায় সাধনা করিতেন। এরূপ ভাবে সমস্ত কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া ঐকান্তিক সাধনা করিতে পারিলে, জগতে কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে

না। হিরণ্যকশিপু "অমর" বর লাভের আশায় সেইরূপ মনপ্রাণ লাগাইয়া ঐকান্তিক ভাবে মহাতপস্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার আহার নাই, শয়ন নাই, বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই—দিবারাত্র সমান ভাবে কেবলই তপ করিতেছেন। মাথার উপর দিয়া প্রকৃতির সমস্ত উপদ্রব বহিয়া যাইতেছে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই—কেবল নিবিষ্টচিত্তে মহাতপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি আসিয়া হিরণ্যকশিপুকে বর লইতে কহিলেন।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—"যদি আমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে 'অমর' বর দান করুন।"

ব্রহ্মা কহিলেন,—"অমর বর দিতে পারি না, উহা ছাড়া অন্য বর লও।"

তখন হিরণ্যকশিপুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল। তিনি ভাবিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা কাহাকেই তো কখনও 'অমর' বর দেন না, তবে আমাকেই বা দিবেন কেন? আমি কৌশল করিয়া এমন বর চাহিয়া লই যে, উনি 'অমর' বর না দিলেও, আমি পাকেপ্রকারে যথার্থই 'অমর' হইয়া থাকিব, এবং তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এইরূপ ভাবিয়া হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—"বেশ, যদি নিতান্তই 'অমর' বর না দেন, তবে আমি যাহা যাহা চাহি, সেই সকল বর প্রদান করুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"বেশ, চাও। 'অমর' বর ভিন্ন আর যাহা যাহা চাহিবে, সে সমস্তই দিব।"

তখন হিরণ্যকশিপু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল,—"তবে এই বর দিন যে, আমি স্থলে, জলে, শূন্যে মরিব না; দেব, দৈত্য, নর, যক্ষ,

রক্ষ, পিশাচ, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাহাদ্বারাই বিনষ্ট হইব না; অস্ত্রে, শস্ত্রে, অগ্নিতে, বায়ুতে, বজ্রাঘাতে, ভূমিকম্পে বা পতনে মরিব না; ঘরের ভিতরে বা বাহিরে মরিব না; দন্তে, খড়্গে, শৃঙ্গে, দংশনে আমার মৃত্যু হইবে না।"

ব্রহ্মা বলিলেন,—"তথাস্তু, যাহা যাহা বলিলে, তাহার কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।" এই বলিযা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

তখন হিরণ্যকশিপুর আমোদ দেখে কে? তিনি ভাবিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তাকে খুব ঠকাইযাছেন, ব্রহ্মা যেমন তাঁহাকে 'অমর' বর দিতে কিছুতেই স্বীকাব করেন নাই—তেমনি তাঁহাকে বুদ্ধিকৌশলে ভুলাইয়া তিনি প্রকারান্তরে সেই 'অমর' বরই লাভ করিয়াছেন। এ সংসারে, এমন কিছুই নাই, যাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে, তবে

তিনি প্রকৃতপক্ষে 'অমর' হইয়াছেন ভিন্ন আর কি? এইবারে তিনি বিষ্ণুকে বুঝিয়া লইবেন। এইবারে তিনি ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবেন।

হিরণ্যকশিপু তপস্যায় অসাধ্যসাধন করিয়া যখন আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে সুসংবাদ শুনিয়া রাজ্যময় আনন্দের তুফান ছুটিল। রাজাও আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া আবার ইন্দ্রের অমরাবতী জয় করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন।

এত দিনে দেবতারা আবার ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব অধিকার সকল পুনর্ব্বার দখল করিয়া লইয়া বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে দ্বিগুণ বলীয়ান হইয়া হিরণ্যকশিপু যখন আবার আসিয়া তাঁহাদের স্বর্গরাজ্য আটক করিল, তখন তাঁহারা আবার সে সকল ছাড়িয়া সুমেরু পর্ব্বতে পলাইয়া গেলেন।

তার পর হিরণ্যকশিপু আবার নববলে বলীয়ান হইযা চারিদিকে ঘুরিয়া দিগ্বিজয় করিয়া আসিলেন এবং অবশেষে আপন রাজ্যে বসিয়া—কেমন করিয়া হরির দেখা পাইবেন, মন্ত্রিগণের সহিত অষ্টপ্রহর কেবল সেই পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন।

এবার শত গুণ প্রবল ভাবে তিনি ধর্ম্মের হিংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারেও তিনি এমন কঠোর পৈশাচিক দণ্ড দিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার নাম শুনিয়াই ভয়ে লোকের আত্মা-পুরুষ উড়িযা যাইতে লাগিল।

বিষ্ণু তাঁহাদের চিরশত্রু, এই কথা তিনি সাম্রাজ্যময় প্রচার করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই বিষ্ণুদ্বেষী করিযা তুলিতে লাগিলেন। যে তাহাতে ইতস্ততঃ করিল, সেই অত্যন্ত কঠোর যন্ত্রণা পাইয়া প্রাণ দিতে লাগিল। সুতরাং হিরণ্যকশিপুর সাম্রাজ্য

হইতে হরিনাম একেবারে লুপ্ত হইল, এবং সে সাম্রাজ্যের ছোট-বড, ইতর-ভদ্র সকলেই বিষম কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া উঠিল।

৪

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুব চারিটি পুত্র—হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ এবং প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ—সকলের ছোট।

প্রহ্লাদ যখন গর্ভে, তখন রাজরাণী কয়াধূ স্বপ্নে নানা দেবদেবীর আগমন দেখিতেন, সকলে আসিয়া তাঁহাকে ঘিবিযা দাঁডাইযা যেন আনন্দে নৃত্য করিত। জাগিযা উঠিলে তাঁহাব মনে হইত—কাহারা যেন সর্ব্বদাই তাঁহার চারি পাশে বেডাইতেছে, কখনও বা অন্যমনস্ক অবস্থায় দূরে হরিনামের মধুর রব আসিয়া তাঁহার কাণে পঁহুছিত। মনে হইত—আশে পাশে যেন শত শত অশরীরী প্রাণী হরিনাম করিতে করিতে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া রাণী কযাধূ মনে মনে বড ভয় পাইলেন। এ কথা টের পাইলে কৃষ্ণদ্বেষী দৈত্যরাজ পাছে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন, সেই ভয়ে স্বামীকে কিছুই জানাইতে সাহস করিলেন না, অথচ নিজেও স্থির থাকিতে পারিলেন না। যেন কোন কিছু একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক অসম্ভব ব্যাপার ঘটিবে, এমনি তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তখন তিনি অতি সংগোপনে কুল-পুরোহিতের নিকটে গিয়া সেই সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া, তাহার ফল জানিতে চাহিলেন।

আলোর পাশেই অন্ধকার, দিনের পাশেই রাত্রি, ইহাই বিশ্ব-সংসারের নিয়ম। যেখানে যে বিষয়ে যত কড়াকড়ি, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে—সেখানে সেই ব্যাপারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদ্বেষী দৈত্যরাজের সাম্রাজ্যে কৃষ্ণ নাম স্মরণ করা পর্য্যন্ত নিষেধ থাকিলেও, অনেক ধার্ম্মিক, সজ্জন, পণ্ডিত ব্যক্তি

অতি সংগোপনে মনে মনে হরিভক্ত ছিলেন। এই পুরোহিতের প্রকৃতিও সেইরূপ ছিল।

তিনি একে একে কয়াধূর সকল কথা শুনিয়া এবং রাজরাণীর বাহ্য সৌন্দর্য্যে জ্যোৎস্না বিকাশের মত আশ্চর্য্য প্রভা উছলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বুঝিলেন যে, ভাগ্যবতী রাজমহিষী কোন পরম বৈষ্ণব মহাগুণবান সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মে দৈত্যবংশ ধন্য হইবে, পৃথিবী পবিত্র হইবে এবং সংসার হইতে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ দূর হইয়া যাইবে।

কিন্তু রাণীকে সে সকল কথার কিছুমাত্র না জানাইয়া কেবল বলিলেন,—"মাগো, তুমি বড় ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে এক মহাপুরুষ আসিয়া জন্ম লইয়াছেন, তাঁহার জন্মে দৈত্যকুল পবিত্র ও ধন্য হইবে। কিন্তু খুব সাবধান, এ সকল কথা ঘুণাক্ষরে কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না, সর্ব্বদা খুব সাবধানে ও সতর্ক মত থাকিও'।"

হইলও তাই। সূতিকাগার আলো করিয়া সে সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইল, তখন রাণী কয়াধূ তাহাব অপূর্ব্ব রূপের প্রভা এবং দিব্য গঠন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিধারী দিব্য সন্তান তো সাধারণ নয, ইনি নিশ্চযই কোন মহাপুরুষ। তাঁহার ভাগ্যবলে—তাঁহার গর্ভে পুত্ররূপে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাণী অবাক্ হইযা নির্নিমেষ নযনে চাহিয়া বহিলেন।

একে তো মাযের প্রাণ, তার উপর এমন অপূর্ব্ব সন্তান। সুতবাং সূতিকাগার হইতেই রাণী কযাধূর হৃদযের সমস্ত স্নেহরস সেই শিশু সন্তান একেবারে নিঃশেষে টানিযা লইল। সে সন্তানের মঙ্গলেব জন্য রাণী আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ কবিতে প্রস্তুত হইযা রহিলেন।

ক্রমে দিনে দিনে শুক্লপক্ষের শশিকলার মত প্রহ্লাদ রূপের ছটায দৈত্যপুরী আলো কবিয়া বাড়িতে লাগিল। রাজা পরমানন্দে

তাহার সমস্ত জাতকর্ম্ম একে একে মহাসমারোহে সম্পন্ন করাইলেন। পুত্রের অপরূপ গঠন এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাব আর আনন্দ রাখিবার স্থান বহিল না। তাঁহার আরও তিনটি সন্তান্ আছে—কিন্তু প্রহ্লাদই হইল একমাত্র নয়নের মণি-স্বরূপ!

আর শুধু রাজাই বা কেন, দাস-দাসী, চাকর-নফর, লোক-জন, আত্ম-পর—যে একবার প্রহ্লাদকে দেখে, একবাব তার কচি ঠোঁটে ফুলের হাসির মত মধুর হাসি দেখে, একটিবার তার আধ-আধ ভাষায মধুর কথা শুনে—সে-ই একেবারে মুগ্ধ হইযা যায়। নড়িযা চড়িযা, ঘুরিযা ফিরিযা সকলেই নানা ছলে শত বার আসিযা সে চাঁদমুখখানি দেখিয়া যায়। কেহ আর তাহাকে না দেখিযা স্থির থাকিতে পারে না। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব শিশু রাজ্যশুদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মন হরণ করিয়া লইল।

আবার কেবল রূপেই নয়—গুণেও সে

শিশুর জোড়া নাই। কান্না যে কেমন—তা প্রহ্লাদ জানে না। সেই রাঙ্গা রাঙ্গা কচি ঠোঁট ছু'খানিতে অষ্টপ্রহর মধুর হাসি লাগিযাই আছে। সে জোরে কথা কহিতে পারে না, আব্দার লইতে জানে না, অভিমান করিতে শিখে নাই। মুখখানি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, সর্ব্বদাই হাসিমাখা—ফোটা পদ্মফুলটির মত—সর্ব্বদাই ঢলঢল, সর্ব্বদাই একটা মধুর শান্তির ছটা সেই সুন্দর মুখখানির উপর প্রভা ছড়াইয়া বিরাজ করিতে থাকে। এমন শিশুকে ভাল না বাসিয়া কে থাকিতে পারে?

বাল্যস্বভাবেও প্রহ্লাদের চরিত্রে আর এক অপরূপ লক্ষণ আপনা-আপনি প্রকাশ পাইল। বালকেরা সকলেই স্বাভাবিক চঞ্চল হইয়া থাকে, কেহ বা বেশী—কেহ বা কম। কিন্তু প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই স্থির, ধীর, শান্তপ্রকৃতি, সর্ব্বদাই যেন কি এক মহাভাবে বিভোর।

সঙ্গী বালকেরা যখন বাগানে দৌড়াদৌড়ি

করিযা বেড়ায়, প্রহ্লাদ তখন এক জায়গায় স্থির ভাবে চুপটি করিয়া বসিযা বসিয়া একমনে যেন কি দেখিতে থাকে। সঙ্গীরা যখন মারামারি, চেঁচামেচি করিয়া কোলাহলে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলে, প্রহ্লাদ তখন আপন মনে যেন কি এক মহা-রহস্যের ভিতরে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথা কহে না— কাহারও সঙ্গে খেলিতেও যায় না, কিন্তু সে সময়েও তাহার মুখে সেই অপূর্ব্ব মধুর হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

কেহ তাহাকে খেলিবার জন্য টানাটানি বা পীড়াপীড়ি করিলে, সে কেবলমাত্র মুখ ফিরাইয়া এমন একটু মধুর হাসে যে, বালকেরাও তাহাকে আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া রাণীর মনে পুরোহিতের সেই ভবিষ্যৎ বাণী জাগিতে লাগিল। পুত্রের সেই সব লক্ষণে তিনি মনে মনে যেমন অপার আনন্দ লাভ করিলেন, ভয়ও তেমনি কম হইল

না। তিনি বুঝিলেন যে, এ সন্তান দৈত্যবংশের উপযুক্ত নহে।

প্রহ্লাদের এক একটা অদ্ভুত রকম প্রশ্নে তাঁহার মনে সে ভয় আরও বেশী চাপিয়া বসিল। তিনি এতদিনে বেশ টের পাইলেন— এ শিশু পরম ধার্ম্মিক—হরিভক্ত, সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় মনে মনে বড়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

৫

তখনকার কালে সকল রাজসংসারেরই নিয়ম ছিল যে, পাঁচ বৎসর বয়সে বালকদের হাতে খড়ি দিয়া গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস এবং অস্ত্র-শিক্ষা করিবার জন্য পাঠানো হইত। বালকেরা সেই সময় হইতে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা এবং অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিয়া উপযুক্ত হইলে গুরু তাহাদিগকে আনিয়া আবার পিতামাতার নিকটে ফিরাইয়া দিয়া যাইতেন।

গুরুগৃহে বালকদের বাসকালে পিতামাতা

সর্ব্বদাই তাহাদের খোঁজখবর রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে গৃহে আনাইযা দেখাশুনা করিয়া আবার উহাদিগকে সেখানে পাঠাইযা দিতেন। ইহাতে বালকেরা গৃহে বাস করার মত—বাপ-মা বা আত্মীয-স্বজনের অতিরিক্ত আদর পাইযা নষ্ট হইতে পারিত না, এবং যথাকালে উপযুক্ত-রূপ পাণ্ডিত্য লাভ করিযা, ঘরে ফিরিযা আসিযা বাপ-মাযের কাছে সংসারধর্ম্ম শিখিত।

রাজকুমার ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যার্থী বালকেরাও এইরূপে গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। সে জন্য গুরুকে সর্ব্বদাই শিষ্যদের জন্য সকল প্রকার উদ্যোগ আযোজন করিযা রাখিতে হইত। এই জন্য রাজারা তখন অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলীকে যথেষ্ট বৃত্তি, ভূ-সম্পত্তি এবং নানাপ্রকার পুরস্কারে সর্ব্বদাই পুরস্কৃত করিতেন। সুতরাং অধ্যাপক পণ্ডিত-মণ্ডলীর অবস্থাও মন্দ ছিল না।

এইরূপে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে বাস

করিবার কালে, রাজকুমারদের সকলকেই অন্যান্য পড়োদের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া, একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। তাহার ফলে রাজকুমারদের চরিত্রে বৃথা দম্ভ, আত্মাভিমান ও সাধারণ লোকদের উপর ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষরাশি স্পর্শ করিতে পাইত না। সুতরাং যখন রাজকুমারেরা কৃতবিদ্য হইয়া যথাকালে পৈত্রিক সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন, তখন তাঁহারা রাজ্যের প্রজাবৃন্দের সকল সুখ-দুঃখের কথা অবগত হইয়া, সেইরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং সেকালে অধিকাংশ রাজাই যে প্রজাদের ভক্তিভাজন হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

প্রহ্লাদের তিনটি বড় দাদা এইরূপে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। মাঝে মাঝে বাপ-মা যখন তাহাদিগকে গৃহে আনাইতেন, তখন প্রহ্লাদের প্রাণে আর সুখের সীমা

থাকিত না। সে সকল ভুলিযা দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিবিত। তাহাদেব মুখে গুরু-গৃহের কত গল্প শুনিত, কত বকম লেখাপডা ও অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষার কথা শুনিত। এই সব শুনিযা শুনিযা তাহারও বড় সাধ হইত যে, সেও দাদা-দের মত গুরুগৃহে থাকিযা লেখাপডা শিখিবে। বাপ-মা বালকেব কথা শুনিযা আহ্লাদে গদগদ হইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেন,—"যাবে বৈ কি বাবা! আগে বড হও, পাঁচ বছবে পড, তখন তুমিও দাদাদের সঙ্গে সেখান থেকে লেখাপড়া শিখিবে।"

ক্রমে সেই সময় উপস্থিত হইল। প্রহ্লাদ রাজা ও রাণীব বডই আদরের সন্তান, তাহাবে এক দণ্ড চক্ষের আড কবিযা তাঁহারা থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদাই রাজারাণীতে বলাবলি করেন যে, প্রহ্লাদ দৈত্যকুল উজ্জ্বল করিবে, ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তি ও অমব নাম রাখিয়া যাইবে। সুতরাং তাহার শিক্ষা দীক্ষাও এখন হইতেই

সেইরূপ হওয়া উচিত। তাই রাজা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকটে রাখিয়া প্রহ্লাদকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিবেন।

কিন্তু তাহার বয়স পাঁচ বছর হইলে, বিদ্যাশিক্ষার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে পাওয়া গেল না। সে সময়ে তিনি তপস্যা করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক গৃহে থাকিয়া বিদ্যার্থী শিষ্যগণকে বিদ্যাদান করিতেন।

ষণ্ড এবং অমর্ক শুক্রাচার্য্যের উপযুক্ত সন্তান। তাঁহারা বিদ্যায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, সকল বিষয়েই পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাছেই শিষ্যেরা বিদ্যাভ্যাস করিত। প্রহ্লাদের বড় দাদারাও এই পরম পণ্ডিত ষণ্ড ও অমর্কের গৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল।

যখন শুক্রাচার্য্যকে পাওয়া গেল না, এবং তিনি যে কবে তপস্যা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, তাহাও নিশ্চয় জানা গেল না, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। নহিলে প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষার বয়স চলিয়া যায়, শুক্রাচার্য্যের আশাপথ চাহিয়া, তিনি কতকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন?

এদিকে দাদাদের সঙ্গে গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইবে বলিয়া প্রহ্লাদের আমোদ দেখে কে? নড়ে চড়ে আর বাপ-মার কাছে গিয়া গুরুগৃহ-বাসের সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া নানা সংবাদ জানিয়া লয়। লেখাপড়া শিক্ষায় প্রহ্লাদের এরূপ আগ্রহ ও আনন্দ, বিশেষতঃ প্রাণের টান দেখিয়া রাজারাণীও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শত বার পুত্রকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহা-



প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

দেব মনে বড আশা হইল যে, প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে অদ্বিতীয় হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিবে।

অবশেষে শুভদিন দেখিযা প্রহ্লাদের গুরুগৃহে গমনের দিন ধার্য্য হইল। এদিকে সে দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পুত্রের অদর্শন আশঙ্কায রাণী কযাধুর মন ততই চঞ্চল, ততই উতলা হইযা উঠিতে লাগিল। তাঁহার কিছুতেই ইচ্ছা হয না যে, পাঁচ বছরের দুধের বালককে আপনার কোল ছাডা করিযা, গুরু-গৃহে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু না দিলেও নয়, কর্ত্তব্য সকলের আগে; স্নেহ, মায়া, ভালবাসা পরে। স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কি প্রাণাধিক পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে পারেন?

রাণী কয়াধু নিজের মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া, গোপনে চক্ষের জল মুছিযা, প্রহ্লাদের গুরুগৃহে গমনের সমস্ত আযোজন নিজ হস্তে

করিযা দিতে লাগিলেন। এদিকে প্রহ্লাদও মাকে ছাড়িযা যাইবে বলিয়া মনে মনে একটু চঞ্চল হইযা উঠিল, কিন্তু বুদ্ধিমান বালক সে ভাব মনে গোপন রাখিযাই জননীকে নানা রকমে প্রবোধ দিযা অনবরত হাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে সেই শুভদিন উপস্থিত হইল। রাজা শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয ষণ্ড ও অমর্ককে ডাকাইযা বিশেষ সাবধান করিযা দিলেন যে, সেই বয়স হইতেই প্রহ্লাদের মনে যাহাতে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ জন্মায, তাঁহারা যেন সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। যে শিক্ষায় হরিনামের প্রতি অনুরাগ জন্মে, যে শিক্ষায় বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয, সেরূপ শিক্ষা যেন ঘূণাক্ষরেও বালককে দেওযা না হয। বালক যদি কখন ভুলিয়াও বিষ্ণুনাম মুখে উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তিনি আর শিক্ষকদের রক্ষা রাখিবেন না। আর সে যদি সেই বয়স হইতেই

ঘোরতর বিষ্ণুদ্বেষী হইযা উঠে, তাহা হইলে তিনি শিক্ষকদের এমন পুরস্কৃত করিবেন যে, তাঁহারা ভূতলে রাজার সুখ ভোগ করিতে পাবিবেন।

যণ্ড ও অমর্ক কহিলেন,—"মহারাজ, পুরস্কারেব আশা করি না। রাজাদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিব, ইহাই আমরা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিযা জানি।"

রাজা শুনিযা অত্যন্ত খুসী হইলেন, এবং প্রহ্লাদকে আনিযা তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন্। প্রহ্লাদ পিতা-মাতাকে এবং অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিযা দাদাদের সঙ্গে গুরু-গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতে গমন করিল।

৬

গুরুগৃহে গিযা শুভদিনে প্রহ্লাদের 'হাতেখড়ি' হইল। তার পর যে দিন প্রথম অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হইল, সেদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

প্রহ্লাদ স্বরবর্ণগুলি একবার মাত্র দেখিযাই উত্তমরূপে শিখিযা ফেলিল। তাহা দেখিয়া গুরু দুইজনেব আর আনন্দেব সীমা বহিল না। তাঁহারা অন্যান্য বালককে প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত দেখাইযা ব্যঞ্জনবর্ণ চিনাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই একটি মস্ত বড 'ক' লিখিযা বলিলেন—"এই দেখ বাবা, 'ক' , পড বাবা,—'ক'।"

কিন্তু প্রহ্লাদ কথা কহিল না, সে সেই 'ক' অক্ষর দেখিযা বিভোবপ্রাণে তাহাব দিকে চাহিযা বহিল। তাহাব সর্ব্বাঙ্গ পুনঃ পুনঃ আনন্দে বোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। চক্ষুদ্বয আনন্দাশ্রুতে ভবিযা উঠিল, মুখ চোখ দিয়া অপূর্ব্ব আনন্দেব ছটা যেন ঠিক্‌বাইযা পডিতে লাগিল। ইহা দেখিযা সকল বালকই তাহার দিকে অবাক হইযা চাহিযা রহিল। গুরু দুইজনও কম আশ্চর্য্য হইলেন না। দু'একটা জ্যেঠা ছেলে পরস্পর বলিযা উঠিল,—

"তবেই হয়েছে, 'ক' দেখেই কেঁদে সারা, উনি আবার লেখাপড়া শিখ্‌বেন।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরু দুইজন বার কতক বেত নাচাইয়া মুখে খুব ধমক দিয়া, তাহাদিগকে থামাইলেন। তার পরে প্রহ্লাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"ওকি? এ প্রথম অক্ষরটা দেখেই তুমি অমন হতভম্ব হয়ে গেলে কেন? ছিঃ! পড় বাবা পড়, বল—'ক'।" প্রহ্লাদ এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অত্যন্ত আনন্দে দুই হাতে তালি দিয়া উঠিল।

"'ক'য়ে কৃষ্ণ, বিষ্ণু হরি ব্রহ্ম সনাতন।
'ক,' অক্ষর সর্ব্বসার ভক্তি-প্রস্রবণ॥"

শুনিয়া গুরু দুইজন একেবারে নির্ব্বাক্! মহাভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহাদের মুখ দিয়া হঠাৎ কথা বাহির হইল না। তাঁহারা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কি সর্ব্বনাশ! ঘোরতর দেব-দ্বেষী—বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর

প্রাণাধিক প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের মুখে তাঁহাব সেই মহাশত্রুর নাম।

প্রহ্লাদকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ কবিবার কালে বাজা বারম্বার বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে সতর্ক কবিয়া দিয়াছেন,—প্রহ্লাদ যেন ভুলিয়াও কখন কৃষ্ণনাম না করে! সেই কৃষ্ণনামই সর্ব্বপ্রথম সেই প্রহ্লাদেবই মুখে! কি সর্ব্বনাশের কথা! রাজা যদি ঘূণাক্ষবেও জানিতে পাবেন যে, প্রহ্লাদ কৃষ্ণনাম করিয়াছে, তাহা হইলে কি আর রক্ষা রাখিবেন? প্রহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহাদেরও সর্ব্বনাশ করিবেন। সে কথাও তো তিনি স্পষ্ট করিযা বলিযা দিয়াছেন।

প্রহ্লাদ রাজারাণীর প্রাণাধিক প্রিয পুত্র,—হয তো স্নেহের বশে তাহাকে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু শিক্ষার দোষ বলিয়া রাজা শিক্ষকদের তো কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। ষণ্ড ও অমর্ক দুই ভ্রাতাই প্রহ্লাদের মুখে



হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে

কৃষ্ণনাম শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে কৃষ্ণনাম ছাড়িযা 'শিব' নাম লইবার জন্য বারম্বার অনুবোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই সে নাম ভুলিতে পারিল না। সে নাম উচ্চারণেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে নামের উপর এমন একটা আকর্ষণ জন্মিযা গেল যে, সে বারম্বার হাততালি দিয়া গান করিতে লাগিল।

"'ক'যে কৃষ্ণ, বিষ্ণু হবি ব্রহ্ম-সনাতন।
'ক' অক্ষব সর্ব্বসার ভক্তি-প্রস্রবণ॥"

গুরু দুইজনের আর সহ্য হইল না, বেত মারিযা প্রহ্লাদকে থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বৃথা হইল।

প্রহ্লাদের ননীর শবীর। বেত্রাঘাতে কাটিয়া শরীর হইতে রক্ত পডিতে লাগিল, কিন্তু হরিনামের এমনি মহিমা যে, নামে বিভোর হইয়াঁ শিশু সে যন্ত্রণা টেরও পাইল না,—সুতরাং আরও মাতিয়া নাম করিতে লাগিল।

আরও বিপদ এই যে—প্রহ্লাদের দেখাদেখি পড়োর দলের সকলেই তাহার সঙ্গে মিশিয়া কৃষ্ণনাম গাহিতে আরম্ভ করিল। যখনই গুরু দুইজন বাহিরে যান, তখনি প্রহ্লাদ অন্য পড়োদের বলে,—

"শুন ভাই, এই পাঠে কোন্ প্রযোজন।
না জানহ বড় শত্রু আছয়ে শমন॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণ পদে রাখ চিত্ত কারো নাহি দায়॥"

আর পড়োরা সকলে প্রহ্লাদকে ঘিরিয়া কৃষ্ণনাম করিতে থাকে। নামে যে কি সুধা মাখানো আছে, জ্ঞানহীন শিশুর দলও একবার উচ্চারণ করিয়া নীরব হইতে পারে না! কাজেই সময় ও সুযোগ পাইলেই তাহারা প্রহ্লাদের সঙ্গে মত্ত হইয়া হরিনাম করিতে থাকে।

গুরু দুইজন দেখিলেন যে, এতদিনে যথার্থই মহাবিপদ উপস্থিত। প্রহ্লাদ যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে রাজার

কাণে উঠিতে আব দেরী হইবে না—তখন তাঁহাদিগকে একেবাবে ধনে প্রাণে মরিতে হইবে।

তাঁহারা নিরুপায। কঠোব শাসন করিয়া দেখিযাছেন, কিছুই হইল না, ভৎর্সনা ও তিবস্কাবেও কোন ফল ফলিল না। নানাবিধ মিষ্টবাক্যে আদর করিযা বুঝাইয়া বলিলেন, প্রহ্লাদকে কৃষ্ণ নাম ছাডাইতে পাবিলেন না। তখন তাঁহারা আব কি করিবেন? নিরুপায় হইয়া রাজাব কাছে গিযা আগাগোডা সকল কথা জানাইযা দিলেন।

৭

যণ্ড ও অমর্কের মুখে প্রহ্লাদের কাণ্ড-কাবখানা শুনিযা, রাজা জ্বলন্ত আগুনের মত মহা ক্রোধে জ্বলিযা উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রহ্লাদকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। দূত গিযা যত শীঘ্র সম্ভব প্রহ্লাদকে লইয়া আসিল।

রাজা তখন নিজের মনের ভাব গোপন রাখিয়া, প্রহ্লাদকে কোলে লইযা স্নেহের স্বরে কহিলেন—“বাবা, এত দিন গুরুগৃহে কি শিখেছ, আমাকে বল।”

প্রহ্লাদ অমনি অম্লান বদনে উত্তর দিল—“বাবা, এই শিখিযাছি যে, ভগবান হরিই সর্ব্বভূতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও মঙ্গলময। যাঁহার নামে পৃথিবীর বিপদরাশি দূরে যায, পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার পাওযা যায়—সেই হরিনামই আমার একমাত্র মহাবিদ্যা। যে ব্যক্তি এমন হরিনাম ছাড়িযা বৃথা অন্য পাঠে নিযুক্ত হয়, সে অমৃতের বদলে বিষ খাইযা থাকে। বাবা, আমি অমূল্য রত্ন চিনেছি—হরিনাম শিখেছি।”

আর কি রক্ষা আছে? রাজা নিজের পুত্রের মুখে এমন অবাধে তাঁহার পরম শত্রুর নাম করিতে শুনিযা মহাক্রোধে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ

হইযা ঘূরিতে লাগিল, প্রহ্লাদকে কোল হইতে সজোরে দূরে ছুড়িযা ফেলিযা দিয়া, মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিযা ষণ্ড ও অমর্ককে কহিলেন,—

"মূর্খ ব্রাহ্মণগণ। তোমরাই এ কাণ্ডের মূল। তোমরা আমার অর্থে পুষ্ট হইযা নিষেধ সত্ত্বেও শিশু প্রহ্লাদকে আমার চির-শত্রুর নাম কবিতে শিখাইযাছ! নচেৎ এই দুধের ছেলে এ সব কথা কাহাব কাছে শিখিবে? আর কারই বা এমন সাধ্য যে, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করিযা উহাকে এই ঘৃণ্য নাম শিখাইবে? এ তোমাদেরই কুশিক্ষা দেওয়াব ফল। আমি এই দণ্ডেই তোমাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব, গুরুপুত্র বলিযা তোমবা নিস্তার পাইবে না।"

ষণ্ড ও অমর্ক ভাবগতিক দেখিয়া এতক্ষণ ধরিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া, মহাভয়ে কাঁপিতে ছিলেন, এক্ষণে রাজার কথা শুনিয়া দুইজনেই,

একসঙ্গে চীৎকাব করিযা কাঁদিযা উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কবযোডে কহিলেন,—

"দোহাই মহারাজ! আমাদেব কোন দোষ, কোন ক্রটি নাই, আমবা প্রহ্লাদকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওরূপ কুশিক্ষা দেই নাই। ববঞ্চ প্রহ্লাদেব মুখে ঐ ছার নাম শুনিযা অবধি উহাকে নিবস্ত কবিতে বিবিধ প্রকাবে চেষ্টা করিযাছি। মিষ্ট কথায বুঝাইযা বলিযাছি, কঠোর তিরস্কাব কবিযাছি, শেষে বেত্রাঘাতে পিঠের চামডা পর্য্যন্ত তুলিযা ফেলিতেও কুণ্ঠিত হই নাই—আপনি উহার পিঠ দেখুন সত্য কি মিথ্যা, সপ্রমাণ হইবে। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য! তাই কিছুতেই কিছু কবিযা উঠিতে পারি নাই। শেষে হার মানিযা, আপনাব কাছে আসিযা নিবেদন করিয়াছি। ইহাতে আমাদের অপরাধ কি? আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করুন"। গুরু দুইজন আবার আকুল হইযা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ আব চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; তাহাব চক্ষের সম্মুখে বিনা অপরাধে গুরুদ্বযেব এরূপ অন্যায লাঞ্ছনা হইতেছে দেখিযা, তাহার কোমল প্রাণ গলিযা গেল। সে তাডাতাডি গুরুদ্বযকে আডাল করিযা বাজাব সম্মুখে দাঁডাইযা কবযোডে উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার কহিতে লাগিল,—

"না বাবা, ভুল বুঝবেন না, গুরুদেব কোন দোষ নেই, তাঁরা আমাকে হরিনাম শিখান নাই, দযাল হরি দযা করিযা আপনিই শিখিযেছেন। তাঁব দযায এই বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকেই আমি সেই মধুর হবিনাম শিখেছি। গুরু দু'জনের কোন দোষ নেই। বাবা, একবার ভেবে দেখুন—এ সংসার অনিত্য, কিছুই স্থাযী নয—দু'দিনে সব ফুরাবে। ফুলটি ফুটে দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুকিয়ে ঝডে পডে, সুন্দর যৌবনপূর্ণ দেহে জরা এসে আক্রমণ করে, আজ যাকে দেখ্‌ছি,

কাল সে আর থাকে না—শেষে কেবল শমনেরই একাধিপত্য। ভযানক শমনেব হাতে কারুই নিস্তার নাই। বাবা, দযাল হরি ভিন্ন সেই শমনকে দমন কর্‌বার আর দ্বিতীয ব্যক্তি নেই! হরিব শবণ নিন—সেই দযাল হরির নাম করুন—শমনের ভয থাকবে না, হেসে হেসে ভবার্ণব পার হয়ে যাবেন। আসুন আজ সকলে একসঙ্গে মন-খুলে বলি—হরি বোল্, হরি বোল্, হরি বোল্!"

জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। একে দৈত্যরাজ এতক্ষণ ধবিযা মহাক্রোধে অন্তবে অন্তবে জ্বলিতেছিলেন, তাহাতে আবার এক্ষণে তাঁহাবই মুখের উপর নিজেব প্রিয পুত্র অবলীলাক্রমে চিরশক্রর নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করিযা, তাঁহাকেও সেই নাম করিবার জন্য জেদের সহিত বলিতেছে! আর কি রক্ষা থাকে?

ক্রোধে হিরণ্যকশিপু জ্ঞানহারা হইলেন,

তখন বজ্রনাদে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কে আছিস্ ওখানে?"

অমনি যমদূতের মত ভীষণদর্শন জনকতক দৈত্য আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়াই রাজা হুকুম দিলেন,—"এই দুরাচার সন্তানকে এই মুহূর্ত্তে বেঁধে নিয়ে মশানে বধ কর। এ পুত্র নয়—মহাশত্রু! এ গৃহশত্রুকে জীবিত রাখ্‌লে দৈত্যকুলের মান-মর্য্যাদা, যশ-প্রতিপত্তি, সমস্তই নষ্ট হবে। এখনি নিয়ে যা, এই পাপিষ্ঠ মহাশত্রুর সদ্যরক্তসিক্ত ছিন্নমুণ্ড এনে আমাকে দেখাবি—তবে আমি জল গ্রহণ করবো।"

যেমন হুকুম—তেমনি কাজ! দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে সজোরে বাঁধিয়া বধ করিবার জন্য মশানে লইয়া গেল। রাজা নিজ পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড দেখিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ কিন্তু নির্ভীক, অচল, অটল। সে

সেই যে মনে প্রাণে মগ্ন হইযা হবিনাম কবিতে আরম্ভ করিযাছে, তাহার আর বিরাম নাই। তাহার বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইযাছে। বাহিরে কোথায যে কি ঘটিতেছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছে না—কেবল অন্তরে অন্তরে হরিনামে মগ্ন হইযা রহিযাছে। যে এমন ভক্ত, ভগবান্ কি কখনও তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িযা থাকিতে পারেন ?

ঘাতকেবা বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রহ্লাদকে মশানে আনিযা স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিল। কিন্তু হরি হরি! প্রহ্লাদ ত টেরই পাইল না—অধিকন্তু সে খড়্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। যাহারা দেখিতে গিযাছিল, সকলেই অবাক।

আবার নূতন খড়্গ আনিযা আঘাত করা হইল। সে খড়্গও প্রহ্লাদের দেহ-স্পর্শ-মাত্রই টুক্‌রা টুক্‌বা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—এইরূপ বারম্বার ঘটিল। তখন বিস্মিত

ঘাতকগণ রাজার কাছে গিয়া সেই সংবাদ জানাইল।

“বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি॥
প্রহ্লাদ কহিল, মোরে রাখিলেন হরি।
আমার শকতি কিবা, কি করিতে পারি॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি॥”

রাজা ক্রোধে উন্মত্তের মত হইযাছিলেন, বিচারের ক্ষমতা ছিল না, তখনি হুকুম দিলেন,—“দুরাচার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।”

তখনই প্রহ্লাদকে মশান হইতে আনিয়া অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল।

৮

প্রহ্লাদকে কারাগারে দিয়াও দৈত্যরাজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তাহার বধের

উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুষ্ট মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল,—

"মহারাজ, খুব তীব্র টাট্‌কা বিষ সাপুড়েদের কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া, তাহাদ্বারা লাড়ু তৈয়াব কবিযা প্রহ্লাদকে খাইতে দেওয়া হউক। মন্ত্রবলে খড়্গে যদি বা বাঁচিযাছে—এ বিষ খেলে বাঁচানো জগতে কাহারও সাধ্য নয়।"

তাহাই হইল। তখনি চারিদিকে লোক ছুটিল এবং সাপুড়েদেব নিকট হইতে গোখুবা সাপের টাট্‌কা বিষ আনিয়া হাজির করিল।

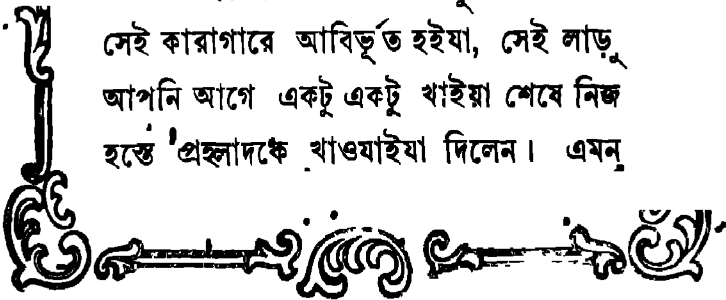
রাজার আদেশে সেই বিষে সুন্দর লাড়ু প্রস্তুত হইল, এবং সেই দণ্ডেই সমস্ত লাড়ু প্রহ্লাদকে খাইবার জন্য দিয়া আসা হইল।

এদিকে কারাগারে বসিয়া প্রহ্লাদ একমনে একপ্রাণে মগ্ন হইযা কেবলই হরিনাম করিতেছে। তাহার বেশ মনে হইতেছে যে, দয়াল হরি যেন হাসিতে হাসিতে তাহাকে

বেড়িয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। সে তাহা দেখিয়া মগ্ন হইয়া ভাব-সাগরে ডুবিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে এক অপরূপ দিব্য জ্যোতিঃ—চাঁদের আলোর মত—ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। সে আলোতে অন্ধকার কারাগার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

যথাকালে ধাত্রী আসিয়া সেই তীব্র বিষের লাড়ুগুলি প্রহ্লাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল, এবং নানাপ্রকারের বাহ্য স্নেহ জানাইয়া, সেগুলি খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া গেল।

প্রহ্লাদ লাড়ুগুলি লইয়া ঐকান্তিক চিত্তে প্রথমেই শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া দিল। দয়াল ঠাকুর কি আর থাকিতে পারেন! তিনি অমনি প্রহ্লাদের সমবয়স্ক নাড়ুগোপাল রূপে সেই কারাগারে আবির্ভূত হইয়া, সেই লাড়ু আপনি আগে একটু একটু খাইয়া শেষে নিজ হস্তে প্রহ্লাদকে খাওয়াইয়া দিলেন। এমন



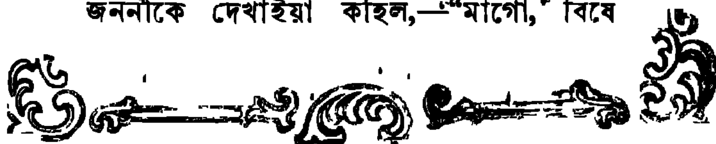


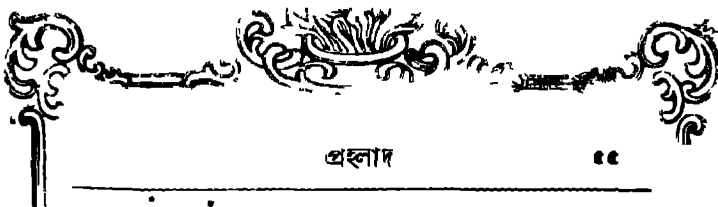
সুস্বাদ লাড়ু প্রহ্লাদ জীবনে আর কখনো খায় নাই। লাড়ু খাইয়া তাহার দেহের বল যেমন বাড়িল, রূপও তেমনি শতগুণে উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় রাণী কযাধূ পাগলিনীর মত ছুটিয়া সেই কারাগার-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বয়ং রাজরাণীকে সেখানে দেখিয়া রক্ষকেরা সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া দূরে সরিয়া গেল। রাণী কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে হইল—কে যেন আর একটি প্রহ্লাদের সমবয়সী শিশু ধাঁ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

রাণী তাড়াতাড়ি প্রহ্লাদকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন,—"ও লাড়ু খাস্‌নি বাপ!—ও লাড়ু খাস্‌নি! ও লাড়ু ভয়ানক বিষ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।"

শুনিয়া প্রহ্লাদ হাসিল, শূন্য পাত্র জননীকে দেখাইয়া কহিল,—"মাগো, বিষে





আমার কি ক্ষতি কবৃবে? সেই দয়াল হরি যে দিবারাত্রি আমাকে তোমার মত কোলে কবে বেখেছেন। এই দেখ, সে বিষ অমৃত হয়েছে, আমি সব খেযেছি, তাতে আমার গাযে আরো জোব বেড়েছে।" শুনিয়া রাণী অবাক্ হইযা গেলেন।

শেষে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে হরিনাম ছাডিবাব জন্য বিস্তর বুঝাইলেন, নচেৎ রাজা যে তাহাকে বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, তাহাও কহিলেন।

শুনিযা প্রহ্লাদ একটু হাসিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, "মা হযে তুমি ছেলেকে এমন অন্যায কাজ কবতে ব'ল না, এ সংসারে হবিনাম ভিন্ন জীবেব আর অন্য সম্বল নেই; আমি তোমার আশীর্ব্বাদে সেই অমৃতময় হরিনাম পেযে অমর হযেছি, আমাকে বিনাশ করে, কার সাধ্য? দুইবার প্রত্যক্ষ তো দেখ্‌লে মা—কে, আমাকে ঘাতকের খড়্গ



থেকে বাঁচালে? কে বিষাক্ত লাড়ু অমৃতমাখা করে দিয়ে আমার শরীরে শত গুণ বল বাড়িয়ে দিলে? সেই দযাল হরি ভিন্ন এত দয়া আর কার? ভক্তেব জন্য আর কার প্রাণ এত কাঁদে? আমার হরিঠাকুর যে দিনরাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সকল বিপদ আপদে আমাকে কোলে কবে রক্ষা কব্‌ছেন? চক্ষে দেখেও বিশ্বাস ক'ব্‌ছ না কেন? বল মা, তুমিও আমার সঙ্গে একবার প্রাণভরে 'হবি' বল,—তোমার ছেলে অজব-অমর হবে; এ সংসারে তার কোন ভয থাকবে না।

রাণী পুত্রেব কথায় ভক্তিভবে মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করিয়া কারাগৃহ ত্যাগ করিলেন। এতক্ষণে যেন তাঁহাব প্রাণে কতকটা শান্তি আসিল, মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রহ্লাদের কথাই সত্য, ত্রিভুবনে হরিভক্তের বিনাশ নাই। তিনি মনে মনে নারাযণের চরণে নিবেদন জানাইলেন,—"হে দযাল প্রভু, আমার স্বামীর

মতি গতি ফিরিয়ে দেও, আমার দুধের বাছাকে রক্ষা কর,—তোমাব চবণে তাকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত রইলেম। দেখো ঠাকুর, মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না।”

এদিকে সকাল হইবামাত্রই বাজ-সভায় সভাসদ্গণ মহা আস্ফালন করিযা রাজাকে কহিল,—“মহারাজ, এইবারে নিশ্চিন্ত হউন, যে বিষ দেওযা গেছে, তাতে আর প্রহ্লাদ কিছুতেই বেঁচে থাকতে পাবে না। এতদিনে শত্রু নিপাত হ’ল।”

কিন্তু সে আনন্দে বাধা পড়িল। পর-ক্ষণেই কাবারক্ষী আসিযা সংবাদ দিল,—“মহারাজ, অদ্ভুত ব্যাপার! দুধেব ছেলে সে তীব্র বিষ সমস্ত খেযে হজম কবে বসে আছে, বরং তার রূপ আরো শতগুণ বেড়েছে, কারাগাব যেন আলোতে ঝল্‌মল্‌ কব্‌ছে।”

শুনিয়া সকলেই অবাক! কথাটা সহসা কেহ বিশ্বাস কবিতে পারিল না, তখন রাজা

স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সভাসদ্গণকে লইয়া স্বয়ং কারাগারে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইযা ক্ষণকাল চাহিযা রহিলেন। প্রহ্লাদেব দেহ হইতে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা বাহির হইযা অন্ধকার কারাগার উজ্জ্বল কবিযা দিয়াছে।

বাজা কহিলেন,—"বৎস, যা হইবার হইযাছে ; এখনও তুমি সেই পাপ শত্রুর নাম ত্যাগ কব, আমি আবার আদব কবিযা তোমাকে কোলে তুলিয়া লই।"

কিন্তু প্রহ্লাদ উত্তব করিল,—"পিতা, আপনি এ কি ভ্রান্তিতে পডিযাছেন? যিনি দীনবন্ধু বিশ্ব-পিতা, সেই পরম দযাল হরিকে আপনি শত্রু ভাবিতেছেন কেন? আপনি শত্রু ভাবিতেছেন, তবু আপনার প্রতি তাঁর কত দয়া! দেখুন, তিনি আপনাকে দিগ্বিজয়ী রাজা করিযা অনবরত বিপদে আপদে রক্ষা করিতেছেন। নচেৎ ক্ষুদ্র জীবের কি সাধ্য যে,

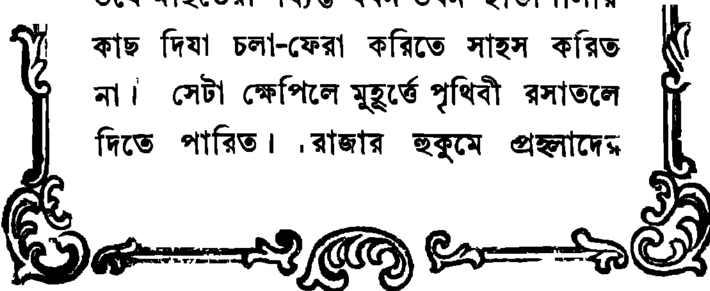


এজগতে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে? তিনিই দয়া করিয়া আপনার সকল সাধ পূর্ণ করিতেছেন। বাবা, এখনো বুঝুন, একবার মন প্রাণ খুলিয়া 'হরি হরি' বলুন।"

রাজা আবার রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। সরোষে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—"কি? এত দূর স্পর্দ্ধা। এখনি হতভাগাকে লইয়া গিয়া হস্তী-পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রাণ বধ কর।"

রক্ষীরা তৎক্ষণাৎ প্রহ্লাদকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

রাজার একটা পাগলা হাতী ছিল, সেটার ভয়ে মাহুতেরা পর্য্যন্ত যখন-তখন হাতীশালার কাছ দিয়া চলা-ফেরা করিতে সাহস করিত না। সেটা ক্ষেপিলে মুহূর্ত্তে পৃথিবী রসাতলে দিতে পারিত। রাজার হুকুমে প্রহ্লাদেৰ



হাত পা বাঁধিয়া সেই ভয়ঙ্কর পাগ্‌লা হাতীটার পায়ের তলায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

আগে হইতেই উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে! হাতীটাকে ডাঙ্গশ মারিয়া মারিয়া এমন ভয়ানক রকম চটাইয়া রাখা হইয়াছে যে, তখন সেই রাগের মাথায় সাম্‌নে যা কিছু পড়িবে, তাহাকেই শুঁড়া করিয়া দিবে। তামাসা দেখিবার জন্য অনেকখানি দূরে দূরে ঘিরিয়া অনেক লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এমন সময় ঘাতকেরা দৃঢবন্ধনে আবদ্ধ প্রহ্লাদকে আনিয়া দূর হইতে ছুড়িয়া তাহার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিল। হাতীটা প্রথমে মহারোষে শুঁড় আস্ফালন করিয়া, ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল যে, প্রহ্লাদের আর পরিত্রাণ নাই। স্বয়ং রাজা দূর হইতে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। সভাসদেরা কহিল—"মহারাজ, নিশ্চিন্ত হউন, এবার আর বালকের নিস্তার নাই।"

কিন্তু হরি হরি—এ কি হল ? হাতীটা গর্জ্জন করিয়াই নীচের দিকে চাহিল, অমনি যেন সমস্ত গাগলামী ঘুচিয়া গেল—সমস্ত রাগ জল হইয়া গেল। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি সামনের পা সরাইয়া লইল। তার পরে শুঁড় দিয়া প্রহ্লাদকে অতি সন্তর্পণে তুলিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। দর্শকগণ সকলেই একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল।

রাজা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রহ্লাদ, কি মন্ত্র-বলে তুই পাগ্‌লা হাতী বশ করিলি ?"

নির্ভীক প্রহ্লাদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—"বাবা, আমার মন্ত্র-তন্ত্র বল-বুদ্ধি সমস্তই সেই দয়াল হরি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট প্রহর থাকিয়া তাঁহার ভক্তকে সকল বিপদ হইতে

রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনবার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন, তবে এখনও ভ্রান্তি কেন? ভেবে দেখ বাবা, এ সংসারে সব মিথ্যা—সব অনিত্য, একমাত্র সত্য—সেই হরিনাম। দিন গেল—হরি বল, এমন জন্ম আর হবে না—হরি বল, জীবন সার্থক কর।"

রাজা ভয়ানক চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন, সরোষে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—"বার বার যাদু-মন্ত্র-বলে রক্ষা পেয়েছিস্ বলে তোর স্পর্দ্ধাও অত্যন্ত বেড়েছে। কিন্তু এবার তোর আর নিস্তার নাই। ঘাতকগণ! এখনি নরাধমকে উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক খুব উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হতে নিম্নে শিলাতলে নিক্ষেপ কর। ওর সর্ব্বাঙ্গ শত চূর্ণ হয়ে পরমাণুতে মিলিত হোক্। দেখবো, এবার কি মন্ত্র-বলে এই যাদুকর বালক আত্মরক্ষা করে?

শুনিয়া প্রহ্লাদ কেবলমাত্র একটু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। অনন্যমনে প্রাণ ভরিয়া

হরি-স্মরণ করিতে লাগিল। তখন দৈত্যগণ তাহাকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া, উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক শূন্যে তুলিয়া লইয়া, খুব উচ্চ এক পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর উঠিতে লাগিল।

সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ এত উচ্চ যে, সেখান হইতে দেখিলে নীচের সমস্তই ধোঁয়ার মত বোধ হয়, কোথায় যে কি আছে, কিছুই ঠিক করিবার উপায় নাই। দৈত্যগণ সেই উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর হইতে হাত-পা বাঁধা প্রহ্লাদকে ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

উপরি উপরি কয়বার আশ্চর্য্য রকমে রক্ষা পাওয়ায় সকলেরই মনে আপনা আপনি ধারণা হইয়াছিল যে, এবারও হয় তো শিশু কোন অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইবে। তাই প্রহ্লাদকে পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার পরে, জনকতক লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই পর্ব্বতের তলদেশ দেখিতে আসিল।

এবার তাহারা যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে আপন আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাদের বেশ সুস্পষ্ট নজরে পড়িল যে—প্রহ্লাদ যেন কে একজন জগদ্ধাত্রীরূপিণী রমণীর কোলে বসিয়া আনন্দে হরিনাম কবিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা ছুটিয়া গিয়া রাজাকে সে সংবাদ জানাইল।

সভাসদ্‌গণের সহিত রাজা স্বয়ং আসিয়া দেখিলেন প্রহ্লাদের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই। তিনি আশ্বর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার তাহাকে কে রক্ষা করিল?

নির্ভীক প্রহ্লাদ পূর্ব্ববৎ সেই উত্তর দিল। বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল,—"বাবা গো, একবার হরি বল, চক্ষের উপর বারম্বার প্রমাণ দেখে তবুও ভুল বুঝ্‌ছো কেন? যিনি দীনবন্ধু—পরম মিত্র, তাঁহাকে শত্রু ভেবে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে সখ ক'রে ডেকে এনো না। বল একবার প্রাণভরে হরি বল।"

রাজা আবার রাগিয়া উঠিলেন, হুকুম দিলেন, "জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পোড়াইয়া, হতভাগাকে বধ কর।"

রাজার হুকুমে তখনি বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হইল। সেই ভীষণ চিতাগ্নির শত জিহ্বা লক্ লক্ করিতে করিতে আকাশ স্পর্শ করিতে লাগিল। তখন রক্ষীরা প্রহ্লাদকে ধরিয়া সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

চারিদিকে দর্শকদের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। সকলেই ভাবিল যে, এইবার বালক পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সকলে আপন ভুল বুঝিল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিল যে, সেই ভীষণ অগ্নিরাশির মধ্যে প্রহ্লাদ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া হাততালি দিয়া মনের আনন্দে হরিনাম করিতেছে।

সকলে মহাবিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেল।

রাজারও আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। সভাসদ্‌গণের মুখ চূণ হইয়া গেল। ক্ষুদ্র বালককে মারিবার জন্য তাহারা যতই কঠোর উপায় বাহির করিতেছে, বালক সে সকল অনায়াসে পদদলিত করিয়া তাহাদের চক্ষের উপরে মহানন্দে হরিনাম করিতেছে।

১০

এতগুলি কঠোর উপায়েও প্রহ্লাদ যখন মরিল না, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মনেও মহাচিন্তার উদয় হইল। তিনি মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া গালি দিলেন, এবং নিষ্ফল আক্রোশে আপনার হাত কামড়াইতে লাগিলেন।

তখন বৃদ্ধ মন্ত্রীরা বিস্তর পরামর্শ করিয়া শেষে কহিল,—"মহারাজ, আর একবার এই শেষ উপায় অবলম্বন করিয়া দেখুন। বালকের হাত পা বাঁধিয়া, বুকে ভারি পাথর বাঁধিয়া দিয়া, উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর হইতে সুগভীর

সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করুন, তাহা হইলে শিশু অবশ্যই প্রাণে মবিবে। নচেৎ অন্য আর কোন উপায় তো দেখিতেছি না।"

অগত্যা দৈত্যবাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহাব হুকুমে দুবন্ত রক্ষীরা প্রহ্লাদের হাত পা দৃঢরূপে বাঁধিল, তাব পরে বালকের বুকের উপর একখণ্ড গুরুভার শিলা বাঁধিয়া দিযা, তাহাকে পর্ব্বত-শৃঙ্গেব উপরে লইয়া গেল। নীচে সমুদ্রতীরে স্বযং বাজা সভাসদ্‌-গণের সহিত এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আসিযা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তার পর পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর হইতে বহু লোক মিলিয়া পাথরবাঁধা প্রহ্লাদকে ধরাধরি করিযা খুব জোরে সমুদ্রেব বুকেব উপর ছুড়িয়া ফেলিযা দিল। একটা ভীষণ জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদ সাগর জলে ডুবিযা গেল। সকলেই হাঁফ ছাডিযা ভাবিল,—এইবার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে? কিন্তু,—না। পরক্ষণেই

সকলে মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল যে, প্রহ্লাদ সমুদ্রবক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে, কোথায় বা তাহার বক্ষের গুরুভার পাষাণ, আর কোথায় বা তাহার বদ্ধ হস্ত-পদদ্বয়! প্রহ্লাদ সেই নীল সাগর-জলে একটি সোণার পদ্মফুলের উপরে বসিয়া হাসিতেছে। পদ্মটি ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিতে নাচিতে তাহাকে লইয়া তীরের দিকে আসিতেছে।

প্রহ্লাদের মুখে কেবল হরি হরি ধ্বনি। দৈত্যগণ আর থাকিতে পারিল না। এ দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইল। একে তো প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সকলেরই নয়নের মণি-স্বরূপ; তার পর সে যখন বারম্বার এই সকল মহা ভয়ানক মৃত্যুর উপায়েও মরিল না, বরঞ্চ প্রতি-বারেই অধিক গৌরবান্বিত হইয়া, অধিকতর দৃঢ়তার সহিত হরি হরি বলিতে লাগিল, এবং অন্য সকলকেও সেই হরিনাম করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল, তখন

কঠোর দৈত্যদের হৃদয়ও গলিয়া গেল। তাহারা সকলেই ভাবিল যে, নিশ্চয়ই হরিনামের এমন কোন আশ্চর্য্য শক্তি আছে, যাহার বলে প্রহ্লাদ বারম্বার মৃত্যুর গ্রাসের মধ্যে পড়িয়াও বাঁচিয়া আসিল! নতুবা এরূপ ভাবে রক্ষা পাওয়া শুধু যাদুবিদ্যা বা মন্ত্রতন্ত্রের কর্ম্ম নয়।

তখন তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না। পদ্ম ফুলটি তরঙ্গের তালে তালে তীরে আসিয়া লাগিবামাত্রই তাহারা ছুটিয়া গিয়া প্রহ্লাদকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং রাজ-ভয় অগ্রাহ্য করিয়া তাহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া 'হরি হরি' বলিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যগণের কঠোর হৃদয়ে ভাবের এইরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রহ্লাদেরও আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বারম্বার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল,—

"বল ভাই," হরি বল, মরণ ভয় থাকবে

না। এ সংসারে হরিনাম অমূল্য রত্ন, হাতে পেয়ে হেলায় এ রত্ন ছাড়িও না। পাপী তাপী হরি বল, পাপ তাপ মোচন হবে। রোগী শোকী হরি বল—রোগ শোক দূরে যাবে। ভীরু দুর্ব্বল হরি বল—ভয় ঘুচবে, শক্তি হবে। যে যেখানে আছ, সবাই মিলে হরি বল—ভব-বন্ধন মোচন হবে। হরি দীনবন্ধু—ভক্তবৎসল, হরিনামে বিপদ যায়—যম পলায়। বল ভাই, হরি বল, হরি বলে নেচে চল।”

সহসা প্রবল বন্যায় যেমন চারিদিক ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি সেই সাগর-তীরে সহসা হরিনামের বন্যা ছুটিয়া দেশ ভাসাইতে চলিল। দৈত্যগণের আর ভয় ভাবনা নাই, রাজা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই, সকলে মধুর হরিনামে মাতিয়া পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। সহসা সেইখানে তখনই কোন

প্রকার কঠোর আদেশ দিলে, দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তিনি সে বিষয়ে নিরস্ত হইলেন। তখন মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল,—

"মহারাজ, ওরূপ উপায়ে কিছু হইবে না। প্রহ্লাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশের লোককে যেরূপ ক্ষেপাইয়া তুলিযাছে, তাহাতে এক্ষণে অন্য কোনরূপ কঠোর আদেশ দিলে হিতে বিপরীত হইবে। জনসাধারণ সকলেই বিদ্রোহী হইযা বালকের পক্ষ গ্রহণ করিবে। এক্ষণে এক কাজ করিতে হইবে,—বুদ্ধিকৌশলে প্রহ্লাদকে পরাজিত করিযা উহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে, ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এক্ষণে উহাকে আদর করিযা গৃহে লইযা চলুন। এ প্রকাশ্য স্থানে উহাকে যতই এ ভাবে রাখিবেন, ততই দেশের লোক বেশী রকম মাতিযা উঠিবে দেখিতেছি।"

রাজাও তাহাই ভাবিতেছিলেন। তখন তিনি আদর করিযা প্রহ্লাদকে লইয়া গৃহে

প্রত্যাগমন করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত লোক হরিনাম করিতে করিতে রাজবাটী পর্য্যন্ত আসিল।

গৃহে আসিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু জ্ঞান-বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে লইয়া অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিতে বসিলেন। বিস্তর বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্কের পরে উপায় স্থির হইল। এবার এ উপায়ে যে আপনা হইতেই প্রহ্লাদের মুখ বন্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না।

১১

পরদিন বিকাল বেলা রাজবাটীর এক খোলা দালানের ভিতরে বিস্তৃত সভা বসিল। কাতারে কাতারে ছোট বড় ইতর, ভদ্র, বালক-যুবা-বৃদ্ধ আসিয়া সভাতল ঘিরিয়া ফেলিল।

দালানটি পরম রমণীয়। সারি সারি স্ফটিকস্তম্ভের উপরে খিলান করা দিব্য কারু-কার্য্যবিশিষ্ট ছাদ। জানালা নাই—দরজা

নাই—চারিদিক খোলা। বাহিরে চারিদিকেও মহাজনতা জমিয়া সভার কার্য্য দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এই উদ্দেশ্যেই সেরূপ খোলা দালানে রাজসভা বসান হইয়াছিল।

দালানের মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট মণিময় বিচিত্র সিংহাসনে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু উপবিষ্ট। তাঁহার চারিদিকে পদ ও মর্য্যাদা উপযোগী নানা রকমের সারি সারি সজ্জিত আসনে সভাসদ্‌গণ এবং দেশের বড লোকেরা উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে রাজার সম্মুখে চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্ন-বিনির্ম্মিত সিংহাসনে চারি জন রাজপুত্র উপবিষ্ট। দূরে সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে কুলনারীগণ সকলে সমবেত হইয়া সভার কার্য্য দেখিবার জন্য বসিযাছেন।

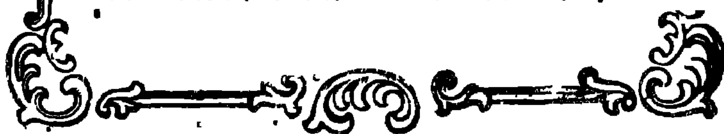
প্রথমে যথারীতি বন্দিগণ স্তুতিগান শেষ করিলে পরে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—



"প্রহ্লাদ, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সমবেত জনসাধারণ সমক্ষে সত্য করিয়া বল, তুমি বারম্বার মহা কঠোর ভীষণ মৃত্যুর কবল হইতে কি উপায়ে, কি মন্ত্র-বলে রক্ষা পাইলে?"

প্রহ্লাদ মৃদু হাসিয়া কহিল,—"বাবা, আমি ত সে কথা আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি। পুনরায় সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি—সকলে শুনুন,—আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, উপায় অনুপায় বুঝি না, আমি জানি একমাত্র মূলমন্ত্র—হরিনাম। সেই হরিনামই আমার একমাত্র উপায়—একমাত্র রক্ষাকবচ। সেই নামের গুণেই আমি বারম্বার মৃত্যুর গ্রাসের ভিতরে পড়িয়াও রক্ষা পাইয়াছি।"

হিরণ্যকশিপু পুনরায় কহিলেন,—"ভাল, কিন্তু তুমি বলিতেছ হরিনামে রক্ষা পাইয়াছ। কিন্তু তোমার মৃত্যু তো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘটিতে ছিল; হরি কি সকল স্থানে উপস্থিত হইয়া, সকল সময়েই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন?"



শিশু বলে,—"প্রভু আছে সবাব অন্তব।
অনন্ত যাঁহাব গুণ বেদে অগোচর॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মরূপে প্রভু আছে সবার ভিতবে॥

হাঁ বাবা, নিশ্চয। হরি সর্ব্বভূতে সর্ব্ব-কালে সর্ব্বব্যাপীরূপে বিবাজ কবেন। এমন একটি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত নাই—যাহার ভিতরে হরি নাই।"

রাজা একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, এই বার বালক নিজের কথায নিজে ঠকিবে। বলিলেন,—

"তুমি বলিতেছ, তোমার হরি সর্ব্বত্র সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই বিরাজ করেন। আচ্ছা, এক্ষণে তিনি কি এই সভামধ্যে আছেন?"

"নিশ্চয় আছেন বাবা, তিনি ছাড়া জগতে স্থান নাই।"

"আচ্ছা, এই স্ফটিকস্তম্ভের ভিতরে কি তোমার হরি আছেন?"



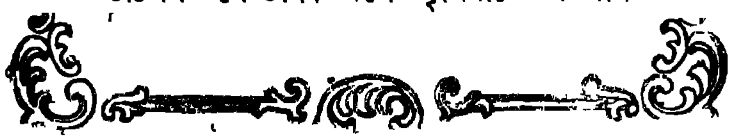

"হ্যাঁ—নিশ্চয় আছেন।"

প্রহ্লাদ কহিল—"শুন মোর নিবেদন।
যত জীব তত শিবরূপ নারায়ণ॥
স্তম্ভ-মধ্যে অবশ্যই আছে মোর প্রভু!
অন্যথা আমাব বাক্য না জানিহ কভু॥"

রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি সিংহাসন হইতে তরবারি হস্তে উঠিয়া স্তম্ভের নিকটে গিযা সজোরে স্তম্ভটি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভ মধ্যে আসি হরি হন অবতার॥
সুন্দব সিংহের মুখ মনুষ্য শরীব।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হ'তে হইল বাহির॥

তখন গোধূলি—দিনের আলো শেষ বিদায লইতেছিল, সন্ধ্যাও ধীরপদে অগ্রসর হইতেছিল। স্তম্ভটি দ্বিখণ্ডিত হইবামাত্রই, তাহার ভিতর হইতে এক মহা ভৈরব গর্জ্জন উঠিল। সে ভীষণ শব্দে পৃথিবীতে শতবার



ভূমিকম্প হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণাকৃতি নরসিংহরূপী অপূর্ব্ব বিরাটকায় মহাপুরুষ বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুকে দুই হস্তে সবলে ধরিয়া শূন্যে তুলিলেন। তার পরে নিজে সিংহাসনের উপরে বসিয়া, রাজাকে আপনার জানুর উপর রাখিলেন, এবং পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ নখে তাঁহাকে চিরিয়া প্রাণবধ করিলেন। সভাশুদ্ধ লোক ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

মহামূর্ত্তি দেখি ভয় পায় দেবগণ।
নির্ভয়ে প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন॥

তখন প্রহ্লাদ তাড়াতাড়ি সেই বিরাট পুরুষের পাদমূলে বসিয়া অশেষ প্রকারে স্তুতি করিল,—"প্রভু, আপনার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়াছে। দয়া করিয়া স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সকলের প্রাণ দান করুন।"

ভক্তের কথা কি ভগবান ঠেলিতে পারেন? পর মুহূর্ত্তেই সে বিরাট নরসিংহ



মূর্ত্তি শান্ত চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রহ্লাদ করযোড়ে অশেষ প্রকারে স্তব স্তুতি করিল।

অবশেষে নারায়ণ প্রহ্লাদকে সিংহাসনে বসাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদ রাজা হইল, রাজ্য জুড়িয়া আনন্দের তুফান ছুটিল। হরিধ্বনিতে ঘন ঘন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, দিবারাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গেল।

হিরণ্যকশিপুর রাজত্ব কালে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম লোপ হইতে বসিয়াছিল, প্রহ্লাদের রাজত্ব সময়ে তাহা আবার পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হইল। প্রহ্লাদের রাজত্বে দৈত্যগণ পরম সুখ শান্তিতে দশ হাজার বৎসর কাল যাপন করিয়া, সকলেই দেব-দ্বিজ-ভক্ত ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল।

